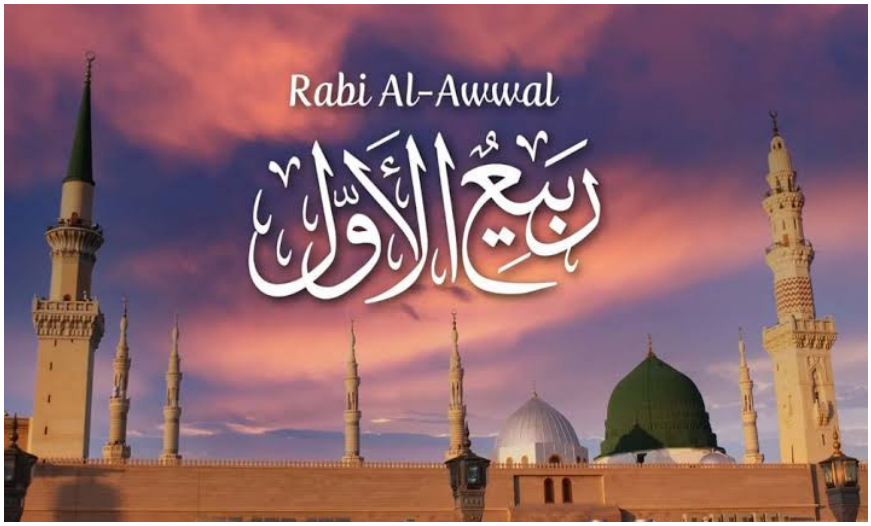
রবিউল আউয়ালের শিক্ষা: মানবতা, ভালোবাসা ও নৈতিকতার অঙ্গীকার



সংগৃহীত ছবি

ইসলামি ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল, যেটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাতের মাস। এ মাসে নবীর জীবনাদর্শকে স্মরণ করে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের জীবন গড়ার অঙ্গীকার করে। তাঁর শিক্ষা ছিল শান্তি, সত্য, ন্যায়, মানবসেবা, সহনশীলতা এবং বিশ্বজনীন ভালোবাসার বার্তা।

রবিউল আউয়াল মাস ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ মাস। এই মাসেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং একই মাসেই ইন্তেকাল করেন। তাই এ মাস মুসলমানদের জন্য স্মরণ, শিক্ষা ও আত্মসমালোচনার মাস।

রবিউল আউয়ালের মূল শিক্ষা

1. মানবসেবা: নবী (সা.) বলেছেন— "সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের উপকারে আসে।" তাই রবিউল আউয়ালের শিক্ষা হলো দুঃস্থ, অসহায় ও অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো।
2. সততা ও ন্যায়: নবী করিম (সা.) তাঁর জীবনে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থেকেছেন।
3. সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতা: শত্রুকেও ক্ষমা করে দেওয়া তাঁর অন্যতম মহান গুণ।
4. সমতা ও ভ্রাতৃত্ব: বর্ণ, জাতি বা গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।
5. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা: রবিউল আউয়াল আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন পরিচালনার তাগিদ দেয়।

আজকের প্রেক্ষাপটে রবিউল আউয়াল থেকে আমাদের করণীয়

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্নীতি, মিথ্যা, হিংসা ও হানাহানি থেকে দূরে থাকা।

নবীর জীবনাদর্শকে ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন করা।

ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা।

রবিউল আউয়াল শুধু উদযাপনের মাস নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও জীবনে নবীর আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করার মাস। এই মাসে নবীজীর শিক্ষা অনুসরণ করলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।